مؤسسة وكالات الحج البنغلادشية
হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
HAJJ AGENCIES ASSOCIATION OF BANGLADESH

নং-হাব/ধবিম/থার্ড ক্যারিয়ার/২০২২/০৯৭ তারিখ: ১২ এপ্রিল ২০২২ইং

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : **পবিত্র হজ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়নকল্পে হজযাত্রী পরিবহনে থার্ড ক্যারিয়ার উন্মুক্ত করণের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন।**

সূত্র : ১। মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-৭৬৭৩/২০১৩ তে থার্ড কেরিয়ার চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত
২। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সরকারের আনীত সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল খারিজক্রমে সিদ্ধান্ত বহাল।
৩। হাব এর গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে পত্র নং- হাব/ধবিম/থার্ড ক্যারিয়ার/২০২০/৬৭।
৪। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গত ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখে পত্র নং-১৬.০০.০০০০.০২২.৩৪.০০১.২০.১৭২।

মহোদয়,
আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও সউদি এয়ারলাইন্সসহ অন্যান্য থার্ড ক্যারিয়ার হজযাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত ছিল। ফলশ্রুতিতে হজযাত্রী পরিবহন নিয়ে কোন সংকট তৈরি হতো না। ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের হজের ফ্লাইটের শেষ সময়ে এসে প্রতি বছরই হজযাত্রী পরিবহনে আসন সংকট তৈরি হয়। শুধুমাত্র ২টি এয়ারলাইন্সের উপর নির্ভরশীলতার কারণেই হজযাত্রী পরিবহনে প্রতিবছর সরকার বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পতিত হয় এবং হজযাত্রীদেরও অনেক ভুগান্তি সহ্য করতে হয়। হজ ব্যবস্থাপনা কাঙ্খিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না।

থার্ড ক্যারিয়ার চালু করার যথেষ্ট যুক্তি থাকায় হাব এর পক্ষ থেকে ২০১৩ সালে মহামান্য হাইকোর্টে থার্ড ক্যারিয়ার চালু করার জন্য রিট পিটিশন রুজু করা হয়। দীর্ঘ শুনানী শেষে মহামান্য হাইকোর্ট রায়ে উল্লেখ করে যে, সরকার শুধুমাত্র দুটি এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে হজযাত্রী পরিবহনের সুযোগ দেয়ায় প্রতিযোগিতা সীমিত করেছে যা সম্পূর্ণ বেআইনী। উক্ত রায়ের সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

"Upon hearing the Rule was made absolute by the High Court Division comprising by Justice Salma Masud Chowdhury and Justice Md Habibul Gani;

''The Govt. decision" of carrying Hajj Pilgrims only by biman & Saudi was declared unlawful with respect to "The Competition Act, 2012" and can be regarded as an act of MONOPOLY, OLIGOPOLY, COLLUSION and even can be defined as CARTEL as provided in "The competition Act, 2012." (রায়ের কপি সংযুক্ত)।

মহামান্য হাইকোর্ট এ রায়ে থার্ড ক্যারিয়ার চালু করার নির্দেশনা প্রদান করে। মহামান্য হাইকোর্টের রায় কার্যকর না করে সরকার সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে মহামান্য হাইকোর্টের রায় স্থগিতের আবেদন করে। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে বিষয়টি শুনানী হয় এবং দীর্ঘ শুনানী শেষে আপীল বিভাগ ০৮.১২.২০১৬ইং তারিখ হজযাত্রী পরিবহনে থার্ড ক্যারিয়ার ওপেন করার নির্দেশনা প্রদান করে (রায়ের কপি সংযুক্ত)।

এতদব্যতিত, জাতীয় হজ ও ওমরাহনীতি ২০১৯ এর ১০.১.১ ধারায় থার্ড ক্যারিয়ার চালু করার বিষয়েও স্পষ্ট বিধান সন্নিবেশিত রয়েছে যা হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

চলমান পাতা-০২

সাত্তার সেন্টার (১৬ তম তলা, হোটেল ভিক্টরী লিঃ), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Sattara Center (15th Floor, Hotel Victory Ltd) 30/A, Naya Paltan, VIP Road, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 58317030, 222228867, 222220868, Fax: 222220526, E-mail : haab01bd@gmail.com, Website : www.haabbd.com

''হজযাত্রী পরিবহণের প্রয়োজনে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ও সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স ছাড়াও ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট-জেদ্দা/মদিনা পথে সরাসরি হজযাত্রী পরিবহণে ইচ্ছুক মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সুনামের অধিকারী প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য এয়ারলাইন্সযোগে হজযাত্রী পরিবহণে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।''

এ সকল বিষয় উল্লেখ করে থার্ড কেরিয়ার উন্মুক্ত করার জন্য ইতোপূর্বে কয়েকবার মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছিল। সর্বশেষ গত ২৩-০২-২০ তারিখে ৩নং সূত্র মাধ্যমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়েছিল। থার্ড ক্যারিয়ার পরিচালনার বিষয়টি অনুধাবন করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণায় থেকে গত ২৪-০৩-২০২২ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।

এমতাবস্থায়, সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এবং হজ ব্যবস্থাপনায় কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে এবং সর্বোপরি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের প্রেক্ষাপটে তথা জাতীয় হজ ও ওমরাহনীতির বিধান বাস্তবায়নকল্পে থার্ড ক্যারিয়ার উন্মুক্ত করার জন্য আপনার সানুগ্রহ হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

শ্রদ্ধান্তে,

ফারুক আহমদ সরদার
মহাসচিব

অনুলিপি :
১। মাননীয় সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।